আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল-মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ; আহত ১

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোটরসাইকেল আরোহী সেলিম রেজা তপন মাইক্রোবাসের ধাক্কায় আহত হয়েছেন।

গতকাল রোববার দুপুরের দিকে আলমডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া সড়কের যাদবপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মারাত্মক আহতাবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সেলিম রেজা তপন যাদবপুর গ্রামের মৃত সোবহান মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান,কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা তপন দুপুরের দিকে হারদীর থেকে মোটর সাইকেলযোগে আলমডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। যাদবপুর মোড়ের নিকট মসজিদের সামনে পৌঁছালে দুর্গাপুরের দিকে থেকে আসা একটি মাইক্রোবাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে সেলিম রেজা তপনের মুখে আঘাত লেগে রক্তাক্ত জখম হয়।

এ সময় তার জিকসার মোটর সাইকেলে দুমড়ে মুচড়ে যায়। মারাত্মক আহত তপনকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে হারদী হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। পরে তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

দর্শনার দোস্ত গ্রামে জমি জায়গা নিয়ে বাড়িতে হামলা, আহত

১

চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামে মাঠের জমিজমার ভাগবাটয়ারা নিয়ে বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে রাজু গঙের বিরুদ্ধে। হামলায় বাড়ির গৃহকর্তী আহত হওয়ায় তাকে উর্দ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভুক্তোভোগি পরিবার প্রতিকার চেয়ে ৯৯৯ কল দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে উভয়পক্ষকে নিজ নিজ অবস্থানে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের বসুতি পাড়ার ছামেদের ছেলে রওশানের সাথে মাঠের জমিজমা নিয়ে দীর্ঘ দিন বিরোধ চলে আসছে শাহাদতের ছেলে রাজু সাথে ।

রওশন অভিযোগ করে বলেন, তারিজের ধরে গতকাল শনিবার বিকাল ৫টার দিকে শাহদতের ছেলে রাজু, তার লোকজন সামসুলের ছেলে নাসির, মিরাজুল, হাসিবুল ও গোলাম রসূলের ছেলে জুয়েল কোদাল, হাসুয়া ও শাপোল দিয়ে বাড়িতে হামলা চালিয়ে ঘরদুয়ার ভেঙ্গে দেয়। তাদেরকে ঠেকাতে গেলে রাজু মারধর করে বাড়ির গৃহকর্তী মেহেজানকে (৫৫) পিটিয়ে আহত করে।

উপায়অন্ত না পেয়ে ৯৯৯ কল দিয়ে হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছায় এবং আইনি পরামর্শ দেয়। এব্যাপারে রাজু ফোন করে অভিযোগ অশিকার করে জানায়, তারা তাদের নিজের ঘর ভেঙ্গে আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছে।

হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই তাপস সরকার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় এবং উভয়পক্ষকে নিজ নিজ অবস্থানে থাকার জন্য বলে এসেছি। পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।